দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 SEP 1996

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

'তত্ত্বাবধায়ক উপাচার্য'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ থেকে অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ পদত্যাগ করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক শহীদউদ্দিন আহমদকে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য করা হয়েছে। তিনি গত শনিবার বিকেলে নতুন এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতিতে অধ্যাপক শহীদউদ্দিনের যে অবস্থান, তা বর্তমান সরকারিদলের বিপরীতে। তা সত্ত্বেও সরকার তাকে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং এই নিয়োগ দেয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অত্যন্ত সংকটজনক পরিস্থিতিতে। মাত্র এক মাসের জন্য তাকে উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করতে হলেও পরিস্থিতি বিচারে দায়িত্বটি গুরুত্বপূর্ণ। একথা ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য নিজেই বলেছেন। তিনি নিজেকে বলেছেন 'তত্ত্বাবধায়ক উপাচার্য'। আমরা বলব অধ্যাপক শহীদউদ্দিন আহমদকে উপাচার্যের দায়িত্ব দিয়ে বর্তমান সরকার আরেকটি সৎ দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন।

অধ্যাপক এমাজউদ্দিনের পদত্যাগ সংসদের ভেতরে ও বাইরে এক উত্তপ্ত আলোচনার সৃষ্টি করেছিল। এই আলোচনার ভেতর দিয়ে অনেক সত্যই বেরিয়ে এসেছে, যা কারো জন্যই আকাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। এখন অধ্যাপক শহীদউদ্দিন যে দায়িত্ব পেয়েছেন, তা পালনে তিনি কতটা নিরপেক্ষতা, আন্তরিকতা ও দক্ষতার পরিচয় দেন তা দেখার জন্য জাতি গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। তাকে নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রে সরকার যেমন দলীয় মনোভাবের উর্ধ্বে উঠেছেন আমরা আশা করব তিনিও তেমনি ব্যক্তিগত রাজনৈতিক পছন্দের উর্ধ্বে থেকে তার প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবেন। 'তত্ত্বাবধায়ক উপাচার্য' কথাটির যথার্থতা প্রমাণ করবেন, মর্যাদা রাখবেন।

সরকার বদলের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের হল দখলের রাজনীতি যেমন নিন্দনীয়, তেমনি বছরের পর বছর অস্ত্রের জোরে একটি হল দখলে রেখে সেগুলোয় নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখাও কম নিন্দনীয় নয়। আশার কথা যে, ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হলেরই দখলদার সন্ত্রাসীদের উচ্ছেদের কথা বলে প্রকৃত পরিস্থিতি এবং প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। ক্যাম্পাস থেকে দলমত নির্বিশেষে সকল সন্ত্রাসীকে উচ্ছেদের ব্যাপারে সরকার প্রধান যে রাজনৈতিক ঘোষণা দিয়েছেন, ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের উচিত হবে এই অবসরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে আনার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া। একটি পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো দখল করে থাকা ক্যাডারদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। অথচ তাদের দাপটে হাজার হাজার মেধাবী ছাত্রের শিক্ষাজীবন বিপন্ন। 'ক্যাডার'দের পেছনে প্রধান দুই দলের রাজনৈতিক প্রশ্রয় যে রয়েছে তা নতুন করে বলার কিছু নেই। তবে সরকার সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যে অবস্থান ঘোষণা করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শক্ত হয়ে অনুরূপ অবস্থান নিলে তা একটি বড় শক্তি হবে। এই শক্তির পেছনে শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষেরও সমর্থন থাকবে।

SHEET — OF — SHEETS